যুগান্তর

তারিখ 11 APR 2014
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস

তদন্তেই হারায় বিচার

মুসতাক আহমদ

পাবলিক পরীক্ষায় নকল প্রবণতা কমেছে। তবে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা বেড়েছে আশংকাজনক হারে। বিগত ৫ মাসে অনুষ্ঠিত ৪টি পাবলিক পরীক্ষার প্রত্যেকটিতে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর পরীক্ষার আগে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা নিয়মিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোমলমতি শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর বাংলা, ইংরেজি ও গণিত থেকে শুরু করে সর্বশেষ এইচএসসি পরীক্ষায় ইংরেজি দ্বিতীয়পত্রের প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। ঢাকা বোর্ডের স্থগিত করে দেয়া এই পরীক্ষা আগামী ৮ জুন নেয়া হবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে পরীক্ষায় একটি বা দুটি প্রশ্নের উত্তর নকল করে দেয়া যায়। কিন্তু ফাঁস হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীরা প্রতিটি প্রশ্নই আগে থেকে জেনে যাচ্ছে। সে অনুযায়ী উত্তর তৈরি করে নিয়ে যাচ্ছে। এতে পরীক্ষা বলতে প্রশ্ন কমন পড়ার যে অনিশ্চিয়তা বা ভালো ফলাফল করার জন্য যে প্রস্তুতি তার কোনোটাই নেয়ার আগ্রহ থাকে না শিক্ষার্থীদের। প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা শিক্ষার পরিবেশ ধ্বংস করছে। তাদের মতে প্রশ্ন ফাঁসের পর তদন্ত কমিটি হয়, কিন্তু বিচার হয় না। এর সঙ্গে জড়িতদের বিচার তদন্তের আড়ালে হারিয়ে যায়। নকল বন্ধের মতো প্রশ্ন ফাঁস রোধেও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন তারা।

প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনাকে বিষফোঁড়ার সঙ্গে তুলনা করে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যুগান্তরকে বলেন, এ প্রবণতা ভবিষ্যত প্রজন্মকে ধ্বংস করছে। এর ফলে অনেক কম মেধাবী শিক্ষার্থীও ভালো করতে পারে। অথচ সারা বছর লেখাপড়া করার পরও মেধাবীরা পিছিয়ে পড়তে পারে। তাই আমরা এর মূলোৎপাটন করতে চাই।

শুধু পাবলিক নয় সরকারি কর্মকমিশনসহ বিভিন্ন চাকরির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নও ফাঁস হচ্ছে। এসব পরীক্ষার বেশির ভাগ প্রশ্নই ছাপানো হয় সরকারি মুদ্রণালয়ে (বিজি প্রেস)। পরীক্ষার আগেরদিন বা তারও আগে প্রশ্ন ফাঁস হয়। ঘটনা প্রকাশের পর কোনো কোনো পরীক্ষা বাতিল হয়েছে। আবার ফাঁস হওয়া প্রশ্নেই পরীক্ষা নেয়ার ঘটনাও রয়েছে। প্রত্যেক ঘটনার পর তদন্ত কমিটি হয়। কমিটি প্রতিবেদনও দেয়। কিন্তু বিচার হয় না। চিহ্নিত হয় না এর সঙ্গে কে বা কারা জড়িত। বরং একটি ঘটনার পর তা চাপা দেয়ার জন্য দায়িত্বশীলদের প্রতিযোগিতায় নামতে দেখা যায়। না পারলে বিষয়টি ছোট করে ফুটিয়ে বিচার : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

বিচার : তদন্তেই হারায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তোলা এমনকি তদন্তের নামে ঘটনা হিমাগারে পাঠানোর প্রবণতাও লক্ষ্য করা গেছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এ কারণে একদিকে প্রশ্নফাঁসের মতো অপরাধকারীরা ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে। বেড়ে চলেছে তাদের দৌরাত্ম্য। ফলে সার্বিকভাবে প্রশ্নফাঁসের ব্যাধিটা নির্মূল না হয়ে অনেকটা ক্যান্সারের আকার ধারণ করেছে।

গত কয়েক বছরে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা, ঘটনার প্রকৃতি, বিভিন্ন তদন্ত কমিটির রিপোর্ট ইত্যাদি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, অধিকাংশ ঘটনায় বিজি প্রেসের একশ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রাথমিকভাবে জড়িত। প্রশ্ন বাজারজাত করে বিভিন্ন কোচিং সেন্টার। দু-একটি ক্ষেত্রে পরীক্ষা-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। সংশ্লিষ্টরা বলেন, বিভাগীয় ব্যবস্থার বাইরে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় কখনোই ফৌজদারি ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। প্রশ্ন বিতরণ ও ফটোকপি করার সময় যাদের পাকড়াওয়ের ঘটনা রয়েছে, তাদের ব্যাপারেও কঠোর কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। অথচ প্রশ্নপত্র ফাঁস, প্রকাশ বা বিতরণের সঙ্গে জড়িত থাকার শাস্তি ন্যূনতম ৩ বছর থেকে সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ডসহ অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে। পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) আইন-১৯৮০ এবং সংশোধনী ১৯৯২-এর চার

উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুনের সঙ্গেও পরামর্শ করেন। এরপরই পরীক্ষা স্থগিতের সিদ্ধান্ত আসে। জানা গেছে, এর বাইরে মাদারীপুর থেকেও এই প্রশ্ন অটোকপিকালে একজনকে আটক করা হয়েছে। এর আগে এই পরীক্ষারই ইংরেজি প্রথমপত্র ও বাংলার কথিত প্রশ্নসহ আরও ৯ জনকে আটক করা হয়েছে।

প্রশ্ন ফাঁসের কারণে পরীক্ষা স্থগিতের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যুগান্তরকে বলেন, 'বিষয়টি আমরা সিরিয়াসলি (গুরুত্বের সঙ্গে) নিয়েছি। এ জন্যই আমরা একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় তদন্ত কমিটি গঠন করেছি। এর বাইরে বোর্ডও বিষয়টি তদন্ত করবে।' তিনি বলেন, 'মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি কে বা কারা প্রশ্ন ফাঁস করেছে তার পাশাপাশি ভবিষ্যতে প্রশ্নের নিরাপত্তা কিভাবে বিধান করা যায়, সে ব্যাপারে সুপারিশ করবে।'

গত নভেম্বরে নেয়া প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর বাংলা, গণিত ও ইংরেজির প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা তদন্তকারী দলের নেতৃত্ব দেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এসএম আশরাফুল ইসলাম। তিনি বলেন, প্রশ্ন ছাপানো হয়েছিল বিজি প্রেসে। তারা অনুসন্ধানকালে দেখেছেন তাদের প্রশ্ন ছাপানোর সময়কার ভিডিও ফুটেজ নেই। এ থেকে তারা বিজি প্রেসকে সন্দেহের

কোচিং সেন্টারের সঙ্গে জড়িত থাকেন। তাছাড়া কোচিং সেন্টারগুলোও তাদের সিন্ডিকেটের মাধ্যমে প্রশ্নকর্তাদের ব্যাপারে খোঁজখবর রাখে। তাই প্রশ্ন ফাঁসের বড় উৎস হচ্ছে বিভিন্ন কোচিং সেন্টার, যেগুলো বন্ধ না করলে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

মাউশি মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন বলেন, যেভাবে একের পর এক প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ আসছে, তাতে বিষয়টি র‍্যাব বা পেশাদার তদন্তকারী সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করানো জরুরি। নইলে এর মূলোৎপাটন সম্ভব হবে না। তাকে সমর্থন করে অতিরিক্ত সচিব এসএম আশরাফুল ইসলাম বলেন, 'তারা প্রাথমিকের প্রশ্ন তদন্তকালে সন্দেহভাজনদের মোবাইল ফোনের কথাবার্তা 'ট্র্যাকিং' করতে চেয়েও পারেননি। এটা পেশাদার সংস্থার মাধ্যমেই শুধু সম্ভব। পাশাপাশি তিনি বিজি প্রেসকে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির ছাপাখানায় পরিণত করারও সুপারিশ করেন।

দুটি তদন্ত কমিটি : ইংরেজি দ্বিতীয়পত্র প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ তদন্তে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) সোহরাব হোসাইনকে আহ্বায়ক করে ৭ সদস্যের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করেছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন— জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম-সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম-সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (কলেজ), যুগ্মসচিব